গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd

শুদ্ধাচার কার্যক্রম এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে মাঠপর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী -২

সভাপতি : সোহেল আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
তারিখ : ২২ নভেম্বর ২০২১
সময় : দুপুর ১:০০ ঘটিকা
জুম আইডি : 4016395771
পাসকোড : dpeimd

আলোচ্য বিষয়:

১। মাঠপর্যায়ে শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা;
২। মাঠপর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা;
৩। বিবিধ।

সভাপতি ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি সকল অংশীজনকে নির্ধারিত সময়ে জুম লিংক এ সংযুক্ত হওয়ায় ধন্যবাদ জানান। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক সচেতনতামূলক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দ, উপপরিচালকবৃন্দ, সকল বিভাগের বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি/সদস্য, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ মোট ১৭৫ জন সংযুক্ত হন। পরিচালক (প্রশাসন) ড. উত্তম কুমার দাশ, শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর আওতায় মাঠপর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে অংশীজনকে অবহিত করেন। তিনি সুশাসন নিশ্চিতকরণে সকল অংশীজনকে স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। তিনি শিক্ষকগণের উদ্দেশ্যে জানান যে, একজন শিক্ষার্থীর সাথে একজন শিক্ষকের বন্ধুত্বসুলভ আচরণ শিক্ষার্থীকে তার লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে পারে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে আসার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যালয় আকর্ষণীয় হলে এবং শিক্ষার্থী মনোযোগী হলে পড়াশুনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি তাদেরকে চিত্রাংকন, আবৃত্তি, গান, বইপড়া ও খেলাধুলা ইত্যাদির চর্চা অব্যাহত রাখতে পরামর্শ দেন। অত:পর সভাপতি ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় সকল স্তরের অংশীজনের কাছ থেকে শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক মাঠপর্যায়ে গৃহীত সচেতনতামূলক কার্যক্রমগুলোর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন।

২। সভার বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:-

ক্রমিক নম্বর	নাম, পদবী ও কমস্থল	আলোচনা	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
১	তামিম, শিক্ষার্থী, ৫ম শ্রেণি, নবাবগঞ্জ, ঢাকা	শিক্ষার্থী জানায়, তার বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণিতে ৩টি করে ক্লাস নিয়মিত হয়। তার স্কুলে ১৭ জন শিক্ষক আছেন। ৫ম শ্রেণিতে ১৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে এবং তার শাখায় ২১ জন শিক্ষার্থী আছে। ক্লাসে শাখার সংখ্যা-৪টি। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ওয়ার্কশীট বিতরণ ও মূল্যায়ন করে দেন। টিভিতে ক্লাস দেখা হয় কিনা জানতে চাওয়া হলে শিক্ষার্থী টিভিতে শ্রেণিপাঠ দেখে না মর্মে জানায়।	বিদ্যালয়ে শ্রেণিতে পাঠ দানের পাশাপাশি বেতার, টেলিভিশন ও অনলাইন পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়ন: শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
২	তুহিন আল নূর, শিক্ষার্থী, ৪র্থ শ্রেণি, সরুই এস এস জোহা সরকারি প্রাথমিক	শিক্ষার্থী জানায় তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শিষ্টাচার যেমন সত্য কথা বলা, সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করা, গুরুজনকে সালাম দেয়া ও সম্মান	বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো নিরসনে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সরেজমিন পরিদর্শন করে শিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা নিবেন এবং আসবাবপত্রের ঘাটতি থাকলে একটি সুনির্দিষ্ট

	বিদ্যালয়, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট	করা, নিয়মিত স্কুলে আসা এবং প্রতিদিনের বাড়ির কাজ তৈরি করে বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসার পরামর্শ দেন। ছাত্র উপস্থিতির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে সে জানায় তার শাখায় ২৩ জনের মধ্যে ১৫ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত আছে। তাদের বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক সংখ্যা-৪ জন হলেও একজন পিটিআই এ প্রশিক্ষণে থাকায় ৩ জন কর্মরত আছেন। এছাড়া বসার বেঞ্চের সংখ্যা কম থাকায় তাদের গাদাগাদি করে বসতে হয়। সে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানায়।	প্রস্তাবনা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করবেন। বাস্তবায়ন: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট।
৩	অর্পন দে, শিক্ষার্থী, ৫ম শ্রেণি, সিংহজানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জামালপুর সদর, জামালপুর	শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে ৩টি শাখা রয়েছে তার শাখায় ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২২ জন উপস্থিত আছে। শ্রেণি শিক্ষক নিলুফা বেগম বাংলা বিষয়ে 'মাটির নিচে শহর' অধ্যায় গত ক্লাসে শেষ করেছেন । শিক্ষার্থীকে বর্ণিত অধ্যায় থেকে ২/৩ টি প্রশ্ন করা হলে আশানুরুপ উত্তর পাওয়া যায়নি। শিক্ষার্থীদের পঠন/পাঠন ফলোআপ করার জন্য প্রধান শিক্ষক শিরিন শবনমকে নির্দেশনা দেয়া হয়।	প্রধান শিক্ষক অধ্যায় শেষে সকল শিক্ষার্থীর শিখন যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিতকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। বাস্তবায়ন: জনাব শিরিন শবনম, (প্রধান শিক্ষক) সিংহজানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জামালপুর সদর, জামালপুর।
৪	জিসান, শিক্ষার্থী, ৪র্থ শ্রেণি, জয়পুরহাট মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর জয়পুরহাট	শিক্ষার্থী জানায় তাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা-১৯০০ জন শিক্ষক সংখ্যা-১৮ জন। দ্বীতল ভবনে ১৭টি শ্রেণি কক্ষ থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রেণি পরিচালনা করা শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থী শ্রেনি কক্ষ ও আসবাবপত্র বৃদ্ধির জন্য সভায় সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক সভাপতিকে জানান যে, বিদ্যালয়ে প্রতিবছরই ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যালয়টির উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা গেলে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে। সভাপতি তাঁর বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ও ওয়াশব্লক আছে কি না জানতে চাইলে সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে মর্মে জানান।	জেলা প্রাথমকি শিক্ষা অফিসার, জয়পুরহাট, বিদ্যালয়টি সরেজমিন পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন মহাপরিচালক, বরাবর প্রেরণ করবেন। বাস্তবায়ন: জেলা শিক্ষা অফিসার, জয়পুরহাট।
৬	কামরুল হাসান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শাজাহানপুর, বগুড়া	তিনি জানান যে, স্ব- স্ব দপ্তরের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করে ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করছেন। সিটিজেনস্ চার্টার হালফিল করে সে অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, কর্মকর্তার কাছে জানতে চান যে, স্কুল ভিজিট করে অসঙ্গতি পেলে কী নির্দেশনা দেন, এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার জানান যে, প্রথমে শিক্ষকদের মোটিভেশন করা হয় এবং পরে তা ফলোআপ করা হয়। এরপরও যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে সেক্ষেত্রে কৈফিয়ত তলব করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রেডিও ও টেলিভিশনে পরিচালিত শ্রেণি কার্যক্রমসমূহে	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যে সকল নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। সিটিজেনস্ চার্টার হালফিল করে সেবা সহজ করার উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া বিদ্যালয়ে শ্রেণিতে পাঠ দানের পাশাপাশি বেতার, টেলিভিশন ও অনলাইন পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন:** সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও শিক্ষক।

		শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সভাপতি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	
৭	জনাব হোসনে ইয়াসমিন করিমী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রাজবাড়ি	তিনি জানান যে, বর্তমান রুটিন অনুযায়ী অনেক শিক্ষার্থী তাদের কোন্ কোন্ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে মনে রাখতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তিনি সময়সূচি লিখে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্টিকারের ব্যবস্থা করা জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। ফলে শিক্ষার্থীরা সহজেই তাদের ক্লাসের সময়সূচি মনে রাখতে পারছে এবং উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া মোটিভেশনাল কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।	অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা এবং ঝরে পড়ার হার কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়ন: সকল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/ উপজেলা/ সহকারী শিক্ষা অফিসার।
৮	হাসনাহেনা, সহ-সভাপতি, বাগেরহাট সদর	তিনি জানান যে, বর্তমান সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ভাল হচ্ছে। তাঁর সন্তান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণিতে (রোল-১) পড়াশুনা করে। তিনি প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে অফিস সহকারীর পদ সৃজনের অনুরোধ জানান। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরণের তথ্য প্রস্তুতের জন্য সময় নষ্ট হবে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষকমন্ডলী পাঠদানে অধিক সময় ব্যয় করতে পারবেন। ফলে বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া শিক্ষক স্বল্পতা আছে এ ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ/পদায়নের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।	পদ সৃজনের বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে। শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। বাস্তবায়ন: পরিচালক (প্রশাসন) ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট।
৯	জনাব মো: মোসলেম উদ্দীন, বিভাগীয় উপরিচালক, সিলেট	তাঁর বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি নিয়মিতভাবে জেলা, উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে কর্মকর্তা ও শিক্ষকমন্ডলী, অভিভাবকদের সাথে শুদ্ধাচারের বিষয়গুলো নিয়ে সভা করে থাকেন এবং সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার পরিবেশ তৈরির জন্য অংশীজনকে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে যে সকল নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে; তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। **বাস্তবায়ন:** বিভাগীয় উপপরিচালক (সকল)।
১০	জনাব মো: ইফতেখার হোসেন ভুঁইয়া, বিভাগীয় উপপরিচালক, ঢাকা	তাঁর বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে প্রতিনিয়ত সভা/নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছেন। বই বিতরণে যাতে অনিয়ম না হয়, বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের যে কোনো বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের টাকা /পয়সার দুর্নীতি না হয় সে জন্য মনিটরিং টীম গঠন করেছেন ও কার্যক্রমগুলো ফলোআপ করছেন। তিনি জানান একটি বিদ্যালয়ে ওয়ার্কশীট বিতরণে টাকা নেওয়া হয়েছিল সেটি অবহিত হয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে যে সকল নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে; তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন:** বিভাগীয় উপপরিচালক (সকল)।
	মো: মতিয়ার রহমান, (ইউআরসি	তিনি জানান প্রতিমাসে ১০টি স্কুল ভিজিট করেছেন, পাঠ পর্যবেক্ষণ করে ফিডব্যাক দিয়েছেন। অভিভাবকদের সাথে কথা বলে	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যে সকল নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

	ইন্সট্রাক্টর) মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	ওয়ার্কশীট কিভাবে লিখবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। সভাপতি জানতে চান সিডিউল দিয়ে যান কি না, এর উত্তরে তিনি জানান যে, সিডিউল ছাড়াও তাৎক্ষণিক ভিজিট অব্যাহত রেখেছেন। বাংলা পড়ার ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণ ও উচ্চারণ সঠিক রেখে সাবলীলভাবে রিডিং পড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন।	বিদ্যালয়ে শ্রেণিতে পাঠ দানের পাশাপাশি বেতার, টেলিভিশন ও অনলাইন পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়ন: শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
১১	সুমন চন্দ্র তালুকদার, প্রধান শিক্ষক, কৃষ্ণ গোবিন্দ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিলেট সদর	তিনি জানান, ২০২০ সালে বর্তমান স্কুলে বদলি হয়েছেন। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। বিদ্যালয়ে একটি ভবন দরকার। তিনি একটি বহুতল ভবন নির্মাণের অনুরোধ জানান। এছাড়া বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের অনুরোধ জানান।	বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো নিরসনে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সরেজমিন পরিদর্শন করে শিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা নিবেন এবং আসবাবপত্রের ঘাটতি থাকলে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করবেন। বাস্তবায়ন: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সিলেট ও পরিচালক (পরি: উন্ন:)।
১২	সৈয়দ আতিকুর রহমান, এস এম সি সভাপতি, বানিয়া বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জামালপুর সদর	তিনি জানান যে, বানিয়া বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৯৭ জন শিক্ষার্থী ও ১২ জন শিক্ষক আছে। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়েছে। বিদ্যালয়ে একটি টিনসেড ভবন আছে। তিনি টিনসেড ভবনটি ভেঙ্গে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের অনুরোধ জানান। এছাড়া প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের অনুরোধ করেন।	বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো নিরসনে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সরেজমিন পরিদর্শন করে শিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা নিবেন এবং আসবাবপত্রের ঘাটতি থাকলে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করবেন। বাস্তবায়ন: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জামালপুর ও পরিচালক (পরি: উন্ন:)।
১৩	আলেয়া ফেরদৌসি, প্রধান শিক্ষক, খোঁচাবাড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লালমনিরহাট	তিনি জানান যে, তাঁর বিদ্যালয়ের ভবনটি অত্যন্ত পুরাতন এবং আসবাপত্রের ঘাটতি রয়েছে। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের অনুরোধ জানান। এছাড়া প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের অনুরোধ জানান।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয়টি সরেজমিন পরিদর্শন করে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করবেন। বাস্তবায়ন: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, লালমনিরহাট ও পরিচালক (পরি: উন্ন:)।
১৪	মাহমুদা আক্তার, সহকারী শিক্ষক, সদর রংপুর	তিনি জানান যে, তাঁর বিদ্যালয়ের ভবনটি অত্যন্ত পুরাতন এবং আসবাপত্রের ঘাটতি রয়েছে। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের অনুরোধ জানান। এছাড়া প্রয়োজনীয় আসবাপত্র সরবরাহের অনুরোধ জানান।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয়টি সরেজমিন পরিদর্শন করে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করবেন। বাস্তবায়ন: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রংপুর ও পরিচালক (পরি: উন্ন:)

৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অংশীজনকে জানান যে, নতুন বছরে সকল শিক্ষার্থীর ভর্তির বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থী যাতে বছরের প্রথম দিনে নতুন বই গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রেডিও, টেলিভিশন ও অনলাইনে প্রচারিত শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রমে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যে সকল বিদ্যালয়ে ভবন ও আসবাবপত্রের ঘাটতি রয়েছে সেসব বিদ্যালয়ে জরুরি ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ প্রস্তাবসহ প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। করোনাকালীন সময়ে যে সকল শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছে তাদের তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগক্রমে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে।

৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

02/12/2021

সোহেল আহমেদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অতি: সচিব)
ফোন: ৫৫০৭৪৯৬৮
মেইল নং: adgdpe@gmail.com

স্মারক নং- ৩৮.০১.০০০০.১০৭.০৫.০৩.২১ (পার্ট-২)-২৬২

তারিখ: ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ / ৩০ নভেম্বর, ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। পরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। বিভাগীয় উপপরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা,ঢাকা/ রাজশাহী /খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ চট্রগ্রাম/ময়মনসিংহ বিভাগ।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিস্ট (আইএমডি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটের শুদ্ধাচার বক্সে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
৫। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত মহাপরিচালক/অতিরিক্ত মহাপরিচালক পিডিইপি-৪ এর ব্যক্তিগত সহকারী, (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
৭। অফিস কপি।

মো: বাহারুল ইসলাম
উপপরিচালক (সংস্থাপন), অতি: দায়িত্ব